

ইইউর কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিত তিন লক্ষাধিক শিশু স্কুলে ফিরেছে

সুশান্তির নিশেট

সুবিধাবঞ্চিত ৩ লাখ ৮ হাজার ২৮৫ শিশুকে বিগত বছরে বিদ্যালয়সূচী করেখে সাপোর্টিং দ্যা হার্ডেস্ট টু রিট (প্রো ব্যাসিক এডুকেশন) (এসএইচআরই) কর্মসূচি। এসব শিশুর বেশিরভাগই যৌনকর্মী, হারিসন, নিম্নশ্রেণীর জেংগাটী, সংখ্যালঘুদের শিশুসহ পথশিশু ও প্রতিবন্ধী। মূলত মুন্সেফারাবাদ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ এদের জন্য বন্ধুসুলভ নয়। কয়েকসঙ্গে তারা বিদ্যালয়-বিন্দু-রাস্তা থেকে।

সরকারি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সংকলন কেন্দ্রে এই কর্মসূচির দ্বিতীয় বার্ষিক সংকলন অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যম এলাকার শিশুদের 'জন্ম নতুন শিক্ষা' বার্ষিক সংকলনটি এটি পর্বে বিস্তৃত ছিল। ওই সংকলনেই এ কথা প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, এসব শিক্ষার্থীকে পড়াশেখা করানোর জন্য সর্বশেষ ৮ হাজার ৩৬৪ স্কুল স্থাপন করা হয়, যেখানে ৮ হাজার ৭১৫ শিশুক নিয়োজিত আছেন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়সূচী করার এই কর্মসূচিটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। আলোচনা, শিখন-২, মাস্টেইন ও ইউনিক-২ এই চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করেছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন, দেরা দ্যা ডিভিশন, কারিতাস বাংলাদেশ ও হিউম্যান ডায়নামিকস।

সকালে সংকলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আতাউর রহমান খান।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের প্রধান উইলিয়াম হানা এতে সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের মধ্যে সফারওয়ান প্রতিমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ এতে বক্তৃতা করেন।

দুই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. ডেনাল্ড বি. হোলমিয়ার।

সংকলনে তিন লাখ শিশুর আঁকা ছবির কথা থেকে মোট ৩০টি ছবি প্রদর্শন করা হয়।